দৈনিক বাংলা

তারিখ 7/11/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

29

বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যা

একদিন কোন পরিকল্পনা ছাড়াই আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কোথাও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আবার কোথাওবা গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগে। এবং মূলত এই প্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখার জন্যে অর্থ সংগ্রহসহ সকল দায়িত্বই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গ্রামবাসীরা পালন করত। তখন দেশে শিক্ষা প্রসারও এমন করে ঘটেনি বা শিক্ষা এত মহার্ঘও ছিল না।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ বেড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে শিক্ষার জন্য ব্যয়। ফলে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই আজ আর আগের দিনের মত নিজের সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এর মাঝখানে আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শিক্ষা প্রসারের চেয়ে নিজেকে খ্যাত করার ইচ্ছেই ছিল এই তাড়াহুড়ো করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূল কথা। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এধরনের অসংখ্য হঠাৎ গড়ে উঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় বহু স্কুল উঠে যায়। মাঝখান থেকে বহুসংখ্যক ছাত্র বিপদে পড়ে এবং শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকদের পক্ষ হতে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া উত্থাপিত হতে থাকে। তারা কালক্রমে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী করেন। দাবী করেন সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য অবসানের। এ নিয়ে তারা ধর্মঘট করেন দীর্ঘদিন এবং এই দাবী-দাওয়ার ফলে তাদের জন্য ইকনমিক বেনিফিট নামে মাসিক আর্থিক বরাদ্দ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে এই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিক্ষকদের সর্বশেষ দাবী ছিল চাকরি বিধি প্রণয়ন ও নিম্নতম বেতন নির্ধারণ। কিছুদিন পূর্বে এব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এবং সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেকই প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জনাব আলোয়ারুল হককে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে।

এই কমিটি নিয়োগের খবর প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিক সংবাদপত্রে। আমরা আশা করব এই কমিটি যথাসম্ভব স্বল্পকালের মধ্যে তাদের সুপারিশ পেশ করবেন। তবে এই কমিটির সুপারিশ প্রণয়ন সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য আছে। আমরা বলতে চাই যে সুপারিশ প্রণয়নের সময় যেন দেশে শিক্ষা পরিস্থিতি সামগ্রীকভাবে বিচার করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক ও সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের সাথে তুলনামূলক বিচার করেই যেন সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।